



মাছ (Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry) বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প যা আমেরিকান সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত। ১৯৯৮ সাল থেকে মাছ প্রকল্প -এর সহযোগী সংগঠন সমূহ (উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ এবং কারিতাস বাংলাদেশ) এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনটি বৃহৎ জলাভূমি (শ্রীমঙ্গলের হাইলহাওড়, তুরাগ বংশী নদী এবং কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা এবং শেরপুরের কংসমালিঝি অববাহিকা) অঞ্চলে জলাভূমির সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বর্ষা মৌসুমে এই জলাভূমিগুলো প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং শুকনো মৌসুমে তা প্রায় ১০০টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ১১০টি গ্রামে বসবাসকারী ১,৮৪,০০০ এর উপর লোক এই প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত।

জলাভূমির পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যতা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা : মাছ প্রকল্প থেকে শিক্ষা

একটি প্রতিবেশ (ecosystem) ব্যবস্থার জীব বৈচিত্র্যতা এর আবাসস্থলের মানের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পাবনভূমিগুলি জলাভূমি আকারে থাকে কিন্তু বেশীরভাগ আবাসস্থলেরই অবস্থার অবনতি ঘটেছে। মূলত: অকার্যকর ব্যবস্থাপনাই মাছ, মৌসুমী প্রাণী এবং উদ্ভিদকূলের বৈচিত্র্য হ্রাসের প্রধান কারণ। এটি পর্যায়ক্রমে জনগনের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী - যারা এসকল জলাভূমির উপর নির্ভর করে, তাদের জীবিকার বৈচিত্র্যতা হ্রাস করে। আবাসস্থলসমূহের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগতে পারে (যেমন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রাকৃতিক পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছিল এবং তা পেতে ১৫-২০ বছর সময় লেগেছিল)। জীব বৈচিত্র্যে সে ধরনের প্রত্যাশিত ফলাফল আনতে আরো বেশী সময় লাগবে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কারণে অতীতের মত পূর্বাবস্থা ফিরে পাওয়া অনেক সময় সম্ভব নাও হতে পারে।

পটভূমি:

বাংলাদেশের সাধু পানির ৪০% এরও বেশী মৎস্য প্রজাতি আজ বিলুপ্তির পথে (IUCN-২০০০)। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ এলাকায় বিগত ২০০ বছরে সম্পদের উপড় ব্যাপকহারে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অনেক বৃহৎ এলাকা জুড়ে জলমগ্ন নলখাগড়া, আর্দ্র ঘাসভূমি অঞ্চল এবং বন্যপাণ্ডিত বনভূমি ছিল। বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেটের হাওড়গুলিতে যেখানে এক শিং ওয়ালা রাইনোসেরোস, বাঘ, জলাভূমির হরিণ এবং বন্য মহিষ সবই বিচরণ করতো (Sachse ১৯১৭)। ১৯৬৭ এর মধ্যে বৃহদাকার স্তন্যপায়ী প্রাণী হাওড় থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। হাইল হাওড়ে “দিগন্ত থেকে দিগন্তে চক্রাকারে বিচরণকারী হাঁসদের শোরগোলপূর্ণ ধ্বনি আধ মাইল এলাকা থেকে স্পষ্ট শোনা যেত” (Mountfort ১৯৬৯)। হাইল হাওড়ের মাসিক জরিপ থেকে দেখা যায়, “১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে ২,৪০০ থেকে কিছু বেশি হাঁস অন্যত্র চলে গেছে,” (FAP ১৯৯৩) এবং ২০০৩ সালে মাত্র হাতে গোনা কিছু সংখ্যক বন্য হাঁস বাকী রয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র পাবনধুলের দেশীয় পরিপূর্ণ জৈবিক বৈচিত্র্য এখন শুধু পাওয়া যাবে কিছু জাতীয় উদ্যানে যেখানে আবাসস্থলের মৌলিকত্ব বজায় রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আসামের কাজিরঙ্গা এবং নেপালের রয়েল চিটওয়ান।



বাংলাদেশের অর্ধেকাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তীর্ণ জলাভূমিগুলি আনুমানিক ৭কোটি দরিদ্র লোকের খাদ্য ও আয়ের সংস্থান করে। তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোগুলি মাছের অন্যত্র চলাচলের পথগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। সেচ ব্যবস্থা শীতকালে ধানের চাষ বৃদ্ধি করছে কিন্তু শুষ্ক মৌসুমের ছয় মাস জলজ জীবের জীবনধারণের পানির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। শিল্প সম্প্রসারণ স্থানীয়ভাবে ব্যাপক দূষণের সৃষ্টি করছে। বেশী মাত্রায় বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদের আহরণে বনাঞ্চল নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদের ক্ষতিকর পদ্ধতি জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণ পলি জমাতে সাহায্য করে। সবচেয়ে সংকটপূর্ণ সমস্যা হলো, শুষ্ক মৌসুমে পানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া যা মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। জলাভূমির আবাসকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং স্থানীয় সরকারের সহায়তায় সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলি সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মাছের লক্ষ্য সমগ্র পাবনভূমির প্রতিবেশ ব্যবস্থায় (বিল, হ্রদ, এবং খাল-খন্দ, মৌসুমভিত্তিক পাবনধুল, নদী এবং ছড়া/ঝরা, পাহাড়ী নদী ইত্যাদি জলাভূমিসমূহ) সকল সম্পদসমূহ যথা মাছ, উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীসমূহের উৎপাদনশীলতার টেকসইত্ব বৃদ্ধি করা।

অর্জিত শিক্ষা:

আচরণ এবং সংগঠনসমূহ

বেশীরভাগ লোকই তাদের নিজের পরিবারের সমৃদ্ধি আনয়ন করতে চায় বিভিন্ন ধরনের মাছ খেতে চায় এবং জলাভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করে কিন্তু বেশীরভাগ সময় দেখা যায় এসব ধারণা প্রতিযোগিতামূলক এবং দ্বন্দ্বপূর্ণ মাছ মতামতের পরিবর্তন সাধনে নিম্নোক্তভাবে সহযোগিতা করে :

- সচেতনতা সৃষ্টি:** জলাশয় এবং এর উৎপাদনশীলতার অবনতি হ্রাসের জন্য সংরক্ষণের সুবিধার বিষয়ে ক্ষুদ্র দলীয় আলোচনা, লোক নাট্য, পোষ্টার এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে স্থানীয় সমাজের সকল স্তরের জনগণের চোখ খুলে দিয়েছে
- স্থানীয় সংগঠন তৈরী:** বিশ ব্যাপী সংরক্ষণ আন্দোলন স্থানীয় সহযোগিতার গুরুত্ব এবং সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত বাস্তবভিত্তিক সুবিধাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রাথমিক সংগঠনগুলি মাছের মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে যা (Resource Management Organizations: RMOs) আরএমও হিসাবে পরিচিত এই আরএমওগুলি নির্দিষ্ট জলাভূমির সকল ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ ব্যবহারকারী দলসমূহ যারা জলাভূমি সম্পর্কিত পেশা ত্যাগ করার জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ করেছে সমাজ ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য স্থানীয় সরকার কমিটি প্রতিটি বৃহৎ জলাভূমির জন্য একটি ফোরাম গঠন করেছে
- অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনা:** জলাশয়ের পূর্বাভাস প্রত্যাবর্তন প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভবনাময় এবং একে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হতে হবে এই এলাকার সমস্যা ও চাহিদা চিহ্নিত করে আরএমও গুলি স্থানীয় কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে পরিকল্পনা তৈরী করেছে

আবাসস্থলের পুনর্বাসন :

জলাশয় খননের জন্য কিছু কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে: খননের মাধ্যমে পলিতে ভরাট হওয়া জলাভূমির গভীরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যেন শুষ্ক মৌসুমে এটি বেশী পরিমাণ পানি ধারণ করে রাখতে পারে নদী ও বিলের সাথে সংযুক্তির জন্য ছোট খাল খনন করা হয়েছে যেন বর্ষার শুরুতে মাছ সহজে যাতায়াত করতে পারে বিলের ধারে বৃক্ষ রোপন এবং জলাভূমির ধারের বনাঞ্চলসমূহ পুনঃরুদ্ধার করা হয়েছে

তিনটি প্রক্রিয়ায় খনন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে -

- বৃহৎ কাজের জন্য ও যেখানে কারিগরি যন্ত্রাংশ দরকার সেখানে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিযুক্ত করা হয়েছিল ঠিকাদারের কাজের ক্ষেত্রে সতর্ক তত্ত্বাবধান দরকার হয় কারণ ঠিকাদাররা নিষ্ঠা ও মানের দিক দিয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে;
- সংশ্লিষ্ট আরএমওদের সহযোগিতায় প্রকল্পের কর্মীরা সরাসরি সামান্য কিছু কাজ করেছিল যা আরইউজি দলের সদস্যদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের উপকৃত করে
- এসকল কাজে আরএমওদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এলাকার লোকদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো যায় এবং এতে আরএমওদেরও কাজ বাস্তবায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় মালিকানা বাড়ার ফলে আরএমওদের কার্যক্ষমতাও বেড়ে যায় কিন্তু এতে করে সামগ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা থেকে মনযোগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারে এবং কিছু আরএমও নেতাদের ঠিকাদার হয়ে যাওয়ার মতো অসুবিধা দেখা দিতে পারে



হাইল হাওড়ে খনন কাজ চলছে

পরিকল্পনা ও সময়: খননের জন্য পরিকল্পনা ও সময় নির্ধারণ করা কঠিন বিষয় প্রতি শুষ্ক মৌসুমের অনেক আগে আরএমওরা তাদের নির্দিষ্ট জলাভূমি ব্যবস্থাপনা এলাকার পলি জমে পড়া স্থান চিহ্নিত করে থাকে মূলত যা শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায় এবং মাছের বিচরণে সাহায্য করতে পারে নয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, জৈবিক বৈচিত্র্যতার ইতিবাচক ফলাফল এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের পর নির্বাচিত স্কীম (scheme) সমূহ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় আরএমও ও স্থানীয় সরকার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়

পদ্ধতি সমূহ: শ্রমিক দ্বারা খনন করা পদ্ধতিই বেশী পছন্দনীয় এতে, দরিদ্রদের কর্মসংস্থান হয় কিন্তু বর্ষা পূর্ব বৃষ্টি বা বর্ষা শেষে বৃষ্টির কারণে এটি শুধু ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের শুষ্ক মৌসুমে সীমিত সময়ে করা সম্ভব ফলে, বেশীরভাগ বছরেই শুধু খনন পরিকল্পনার একটি অংশ সম্পাদন করা সম্ভব হয় কিছু এলাকা শ্রমিকদের দ্বারা খনন করা সম্ভব হয় না কারণ সেখানকার মাটি বেশ কদমাজ্জ এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়ভাবে তৈরী ড্রেজার ব্যবহার করা হয় যেমন, হাইল হাওড়ের বাইক্লা বিল অভয়াশ্রমের কথা উল্লেখ করা যায় কিন্তু যান্ত্রিক সমস্যা অগ্রগতিকে ব্যাহত করে এক্ষেত্রে বিকল্প যন্ত্র ঠিক করতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয় এবং কাজের মান যাচাই করার সময় নষ্ট হয় বর্তমানে খুব কম সংখ্যক ঠিকাদার এই প্রকৃতির ক্ষুদ্র আকারের দক্ষ ড্রেজিং মেশিন দিয়ে কাজ করতে সক্ষম



মাছের প্রকল্প এলাকায় অনেক বিরল প্রজাতির মাছ আবার ফিরে এসেছে

মাছ অবমুক্ত: মাছ প্রকল্প থেকে পুনরুদ্ধার করা জলাভূমিতে ১৫টি দেশীয় প্রজাতির ১০ লক্ষেরও অধিক মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে পোনা ছাড়ার সময় এমন সব প্রজাতি বাছাই করা হয় যেগুলো নদীর সাথে কোন রকম সংযোগ ছাড়াই পাবনভূমিতে প্রকৃতিক উপায়ে পুনঃউৎপাদন সম্ভব

মাছের প্রজাতি বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়ভাবে দুর্লভ জাতের কিছু মাছ প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণ ও আবাসের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে রক্ষা করা হয় এভাবেই মাছের জলাভূমিগুলিতে আইর ও চিতলের মত প্রজাতি পুনঃরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তবে এর সফলতা অনেকটাই নির্ভর করবে ১০০কি:মি: দূরত্বের মধ্যে পোনা সংগ্রহের উৎস খুঁজে বেরকরা এবং পাবনভূমিতে পোনা ছাড়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত খুব যত্নের সাথে এর সংরক্ষণ কল্প

গাছ রোপন: মাছ প্রকল্প থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট ৫৬ প্রজাতির ৬০৫,৩৬৫টি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে তার মধ্যে ২১% হিজল এবং করোচ রয়েছে যা জলাভূমি ও নিম্নাঞ্চলের সীমানা রক্ষা করতে সাহায্য করবে এই সব প্রজাতিক লম্বা ৫ ফিট (১.৫ মিটার) উচ্চতা পর্যন্ত নার্সারিতে তৈরী ও বড় করতে হবে যাতে এগুলো রোপন করার পর পানিতে ডুবে গেলেও বাঁচতে পারে এগুলোর ধীরে বেড়ে উঠাকে দেখতে হবে প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, আর্থিক লাভের দিক থেকে নয় পানি প্রবাহ এলাকা এবং নদীর পাড়ের গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং তা আয়ের উৎস হিসাবে গণ্য করা যায় নদীর পাড়ের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য এবং জীববৈচিত্র্যতা বৃদ্ধির জন্য তা কাজে আসবে

জলজ অভয়াশ্রমসমূহ

মাছের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় ৫৬টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এগুলি হচ্ছে, ১ হে. থেকে ১০০ হে. পর্যন্ত জলমগ্ন এলাকা যার মধ্যে সারা বছর পানি থাকে এবং যেখানে সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলো সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে অভয়াশ্রমের ফলে মাছ শীতকালে সেসব স্থানে বৃদ্ধি পায় এবং বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ পানভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অভয়াশ্রমগুলি পুণঃখনন এলাকায় পড়েছে এছাড়াও এগুলি সাধারণভাবে জলজ জীব যেমন জলাশয়ের পাখি এবং উদ্ভিদকূলেরও উপকার করে থাকে

প্রধান অভয়াশ্রম: হাইল হাওড়-এর (চাপাড়া, মাগুড়া ও জাদুরিয়া জলমহালসহ) “বাইক্লা বিল” প্রায় ১০০ হে. এলাকা নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ স্থায়ী অভয়াশ্রম ভূমি মন্ত্রণালয় স্থির করেছে যে, এই প্রকল্প ইজারা প্রক্রিয়ার বর্হিভূত জলমহালের মধ্যে থাকবে এটি স্থানীয় সরকার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও সহযোগিতা প্রাপ্ত, দায়িত্বশীল আরএমওদের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দ্বারা ৩,৫০০ হে. এর অধিক এলাকা নিয়ে গঠিত বাইক্লা বিল প্রমাণ করে যে কিভাবে জলাভূমির একটি নির্দিষ্ট অংশে অভয়াশ্রম সংরক্ষণের মাধ্যমে এর সুফল বৃহত্তর হাওড়ের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে দেওয়া যায় বিশেষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলাভূমির জীব বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে



হাইল হাওড় বাইক্লা বিল

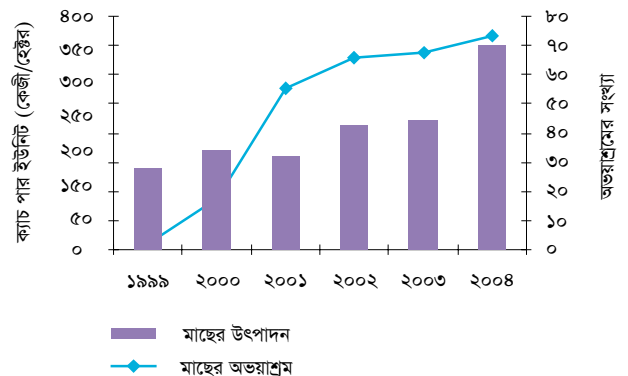
মাছ রক্ষা: বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে কাঠা বা বাটা পদ্ধতিতে গাছের ডালপালা দিয়ে মাছ একত্রিকরণ কৌশল প্রচলিত আছে যার মাধ্যমে জলাভূমির পাড়ের হারিয়ে যাওয়া বনাঞ্চলের আমেজ তৈরী করা হয় কিন্তু এর ফলে মাছ ধরার ব্যাপারটি বেশ জটিল হয়ে যায় - মাছ তার আশ্রয়স্থল খুঁজে পায় ঠিকই কিন্তু অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এই বনাঞ্চলের গভীর আচ্ছাদনে আঁটকা পড়ে শেষ পর্যন্ত মাছের খাদ্য পরিণত হয় এবং জীব বৈচিত্র্যতা হারিয়ে যায় অন্যদিকে এটি পরিবেশগতভাবেও টেকসই নয়, কারণ বাংলাদেশে বনায়ন কমে যাওয়ায় ব্যাপক ভাবে গাছ দিয়ে আচ্ছাদন সম্ভব নয় স্থায়ী অভয়াশ্রমে মাছ আকৃষ্ট ও রক্ষার জন্য মাছ প্রকল্প থেকে মাছ রক্ষায় স্থানীয়ভাবে কংক্রীটের (হেক্সাপড এবং অনুক্রমিক ছিদ্রযুক্ত পাইপ) তৈরী অধিকতর শক্তিশালী স্থায়ী কাঠামো আবিষ্কার করেছে অভয়াশ্রমগুলিতে ২২,০০০ এর উপরে এই কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে যেন যে কেউ সকল স্থানে সহজে মাছ ধরতে না পারে এছাড়াও এগুলি মাছের স্থায়ী আবাস এবং খাদ্যের উৎস প্রদান করে

ফলাফল

জলাভূমি এলাকার মৎস্যের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ যেমন: অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও শুকনো মৌসুমে সুরক্ষা শুধু মাছের উৎপাদনই বাড়ায়না - বেইস লাইন অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪০% এটি আরো বিভিন্ন রকমের স্থানীয় দুর্লভ মাছের পূনঃজন্ম ও পরিমাণ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এখন প্রতি বছর প্রতিটি জলাভূমিতে প্রায় ৮০ প্রকারের মাছ ধরা সম্ভব হচ্ছে যেহেতু সব ধরনের মাছ মানুষ খায়, তাই তাদের বিশেষ করে করে গরীব শ্রেণীর খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্যতা বেড়েছে এবং খাওয়ার পরিমাণও বেড়েছে পরিবারকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, ২০০৪ সাল পর্যন্ত মাছ খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে ৫২% অর্থাৎ মাছ প্রকল্প শুরু আগের আগে তা ছিল ১৭.৫ কেজি/প্রতি ব্যক্তি

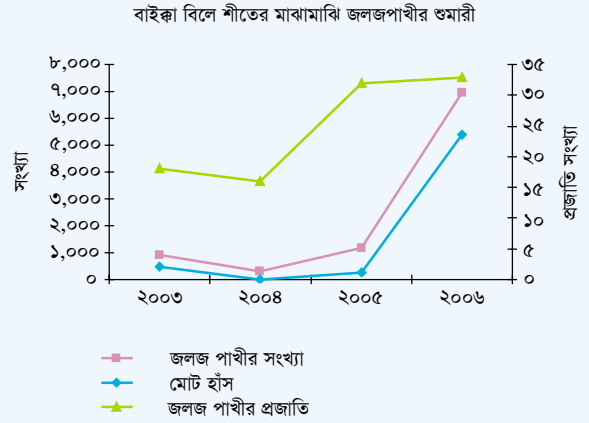
সমাজ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা আরো অন্যান্য জলজ সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে হাইল হাওড় এলাকায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিবার মৎস্য ছাড়া অন্যান্য জলজ সম্পদ প্রতি বছর সংগ্রহ করে যেমন- ঘাস এবং খড় গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ডোল কলমী যা জ্বালানীর জন্য ব্যবহার করে প্রায় ১০% লোক শামুক সংগ্রহ করে মুরগী ও মাছের খাওয়ার জন্য এবং বেশ কিছু সবজী জাতীয় গাছও সংগ্রহ করে নিজেদের খাওয়ার জন্য উপরন্তু জলজ বন সংরক্ষণ করা দীর্ঘ মেয়াদী

ফিগার ১: মাছের প্রকল্প এলাকায় মাছের উৎপাদন ও অভয়াশ্রম



পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা করার জন্য উপযোগী যাই হোক, হিসাব মত মাছ প্রকল্প এলাকার সমাজের লোকেরা ২০২০ সাল নাগাদ রোপনকৃত গাছগাছালি থেকে যে অর্থ ফেরৎ পাবে তার পরিমাণ হবে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার (নেট পুণঃগাছ লাগানোর খরচ বাদ দিয়ে)

হাইল হাওড়ে স্থায়ী অভয়াশ্রম বাইক্লা বিল-এ শীতকালে (অতিথি) জলজ পাখির পরিমাণ তাদের জন্য নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে ২০০৩-৪ সালে ১৬-১৮ প্রজাতির মাত্র কয়েকশত পাখি দেখা যায় সেখানে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৩ প্রজাতির ৭০০০ পাখি দেখা যায় এর অধিকাংশ হচ্ছে অতিথি পাখি যার মধ্যে রয়েছে হাঁস, দুর্লভ ধরনের ঈগল ও গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের হ্রদ ও জলাভূমিতে থাকা বক এ ধরনের বন্য পাখি অনেক পর্যটককে আকৃষ্ট করছে যা আরএমও ও সেখানকার গ্রামবাসীকে পরিবেশগত পর্যটন (eco-tourism) থেকে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবে



সুপারিশ

অভয়াশ্রমে শীতকালীন পাখির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- স্থায়ী জলাভূমির একটি ক্ষুদ্র অংশ এমনকি এক হেক্টর বা তার চেয়েও কম এলাকা, মৎস্য পুনঃরুদ্ধারের জন্য সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন
- বৃহৎ জলাশয়গুলির স্থায়ী অংশের একটি বৃহৎ অংশ সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং আলাদা করে রাখতে হবে জলাশয়ের বিভিন্ন উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য (মাছ, পাখি এবং গাছ-গাছালি)
- অভয়াশ্রমের গভীরতা বাড়ানোর জন্য এবং শুকনো মৌসুমে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই সে এলাকা মাছ ধরার জন্য ইজারা দেয়া যাবে ন্দ এ বিষয়ে সমাজের লোকেরা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা যেন একমত হয়, এবং ব্যবহার করবে না এ নীতিতে অটল থাকে এতে সেখানে মাছের আশ্রয় তৈরী হবে এবং স্বল্প সময়ে বৃহৎ জলাভূমি এলাকায় মাছ তার বংশবৃদ্ধি করতে পারবে এবং সংখ্যা বাড়াতে পারবে
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে জলাভূমিতে মাছের আবাসস্থলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর যার সাথে পানি এবং জলজ উদ্ভিদ ব্যবস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত জলজ গাছ পুণঃরুদ্ধার এ প্রক্রিয়ার অন্যতম অংশ
- দীর্ঘমেয়াদে এ ব্যবস্থাকে নিরাপদ করার জন্য স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন দরকার হবে যেহেতু এখনও সংরক্ষণ ব্যবস্থাটি প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয় বন রক্ষার স্বার্থ দ্বারা পরিশেষে, বাংলাদেশের মৎস্য অধিদপ্তরকে জলাভূমি রক্ষার জন্য আইনগত ক্ষমতা প্রদান করা দরকার

জলাভূমি এলাকার
যথেষ্ট অংশসংরক্ষণ
এবং পুনঃরুদ্ধার
করার ফলে সেখানে
মাছ এবং অতিথি
পাখীর সংখ্যা দ্রুত
বৃদ্ধি পেতে পারে।

REFERENCES

- FAP 6 (1993) Northeast Regional Water Management Project Wetland Resources Specialist Study. Flood Action Plan 6, Bangladesh Water Development Board and Flood Plan Coordination Organisation, Dhaka.
- MACH (2006) MACH Briefing packet part 2 performance monitoring. Management of Aquatic ecosystems through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka.
- Mountfort, G. (1969) The Vanishing Jungle. Collins, London.
- Sachse (1917). Bengal District Gazetteers: Mymensingh. Bengal Secretariat Book depot, Calcutta.

রচনা: ড: পল থমসন | সম্পাদনা: ডেবেরল ডেপার্ট ও মাসুদ সিদ্দিকী | সমন্বয়: এষা হোসেন | ভাষান্তর: ডঃ খুরশীদ আলম ও শচীন্দ্র হালদার



USAID | বাংলাদেশ

WINROCK INTERNATIONAL



অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

মাছ হেডকোয়ার্টার, বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬, URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net